কাস্টমস আইন ২০২৩ এর আলোকে মাসটারিং গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান।

মাস্টার প্রশ্ন ১: শুল্কায়নের ধাপ এবং ভিত্তি মূল্য নির্ধারণ
এই প্রশ্নটি সমাধান করলে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর বিভিন্ন শুল্ক (CD, RD, SD, VAT, AIT, AT) ধারাবাহিকভাবে কীভাবে হিসাব করতে হয় তা শেখা যাবে।
প্রশ্ন: জনৈক আমদানিকারক চীন হতে একটি পণ্য চালান আমদানি করলেন যার FOB মূল্য ৫,০০০ মার্কিন ডলার। ফ্রেইট চার্জ ২০০ ডলার এবং ইন্স্যুরেন্স চার্জ ১০০ ডলার। বিনিময় হার ১ ডলার = ১২০ টাকা। পণ্যটির ওপর ২৫ শতাংশ CD, ৩ শতাংশ RD, ২০ শতাংশ SD, ১৫ শতাংশ VAT, ৫ শতাংশ AIT এবং ৫ শতাংশ AT প্রযোজ্য। শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (AV) এবং মোট প্রদেয় শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করুন।
সমাধান:
১. সিআইএফ (CIF) মূল্য নির্ধারণ:
FOB (৫,০০০) + ফ্রেইট (২০০) + ইন্স্যুরেন্স (১০০) = ৫,৩০০ মার্কিন ডলার।
টাকায় রূপান্তর: ৫,৩০০ × ১২০ = ৬,৩৬,০০০ টাকা।
২. শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (AV) নির্ধারণ:
৬,৩৬,০০০ + ১ শতাংশ ল্যান্ডিং চার্জ (৬,৩৬০) = ৬,৪২,৩৬০ টাকা।
৩. শুল্ক ও করাদি হিসাব:
CD (২৫ শতাংশ): ৬,৪২,৩৬০ × ২৫ শতাংশ = ১,৬০,৫৯০ টাকা।
RD (৩ শতাংশ): ৬,৪২,৩৬০ × ৩ শতাংশ = ১৯,২৭০.৮০ টাকা।
SD (২০ শতাংশ): (AV + CD + RD) এর ওপর ২০ শতাংশ = (৬,৪২,৩৬০ + ১,৬০,৫৯০ + ১৯,২৭০.৮০) × ২০ শতাংশ = ১,৬৪,৪৪৪.১৬ টাকা।
VAT (১৫ শতাংশ): (AV + CD + RD + SD) এর ওপর ১৫ শতাংশ = (৮,২২,২১০.৮০ + ১,৬৪,৪৪৪.১৬) × ১৫ শতাংশ = ১,৪৮,০০১.২৪ টাকা।
AIT (৫ শতাংশ): AV এর ওপর ৫ শতাংশ = ৬,৪২,৩৬০ × ৫ শতাংশ = ৩২,১১৮ টাকা।
AT (৫ শতাংশ): VAT এর ভিত্তি মূল্যের ওপর ৫ শতাংশ = ৯,৮৬,৬৫৪.৯৬ × ৫ শতাংশ = ৪৯,৩৩২.৭৫ টাকা।
মোট প্রদেয় শুল্ক: ১,৬০,৫৯০ + ১৯,২৭০.৮০ + ১,৬৪,৪৪৪.১৬ + ১,৪৮,০০১.২৪ + ৩২,১১৮ + ৪৯,৩৩২.৭৫ = ৫,৭৩,৭৫৬.৯৫ টাকা।

মাস্টার প্রশ্ন ২: অতিরিক্ত পণ্য প্রাপ্তি এবং শুল্কায়ন
কায়িক পরীক্ষার সময় ঘোষিত পরিমাণের চেয়ে বেশি পণ্য পাওয়া গেলে কীভাবে শুল্কায়ন করতে হয় তা এই প্রশ্নের মাধ্যমে জানা যাবে।
প্রশ্ন: একটি পণ্য চালানের ঘোষিত CIF মূল্য ১০,০০০ মার্কিন ডলার (বিনিময় হার ১ ডলার = ১২০ টাকা)। উক্ত পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ CD, ৩ শতাংশ RD, ২০ শতাংশ SD এবং ১৫ শতাংশ VAT প্রযোজ্য। কায়িক পরীক্ষার সময় দেখা গেল চালানে ঘোষিত পরিমাণের চেয়ে ১০ শতাংশ পণ্য বেশি রয়েছে। নতুন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য এবং মোট শুল্কের পরিমাণ নিরূপণ করুন।
সমাধান:
১. সংশোধিত CIF মূল্য:
ঘোষিত CIF (১০,০০০) + ১০ শতাংশ অতিরিক্ত (১,০০০) = ১১,০০০ মার্কিন ডলার।
টাকায় রূপান্তর: ১১,০০০ × ১২০ = ১৩,২০,০০০ টাকা।
২. নতুন শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (AV):
১৩,২০,০০০ + ১ শতাংশ ল্যান্ডিং চার্জ (১৩,২০০) = ১৩,৩৩,২০০ টাকা।
৩. শুল্ক ও করাদি হিসাব (সংক্ষেপে):
CD (২৫ শতাংশ): ৩,৩৩,৩০০ টাকা।
RD (৩ শতাংশ): ৩৯,৯৯৬ টাকা।
SD (২০ শতাংশ): (১৩,৩৩,২০০ + ৩,৩৩,৩০০ + ৩৯,৯৯৬) × ২০ শতাংশ = ৩,৪১,২৯৯.২০ টাকা।
VAT (১৫ শতাংশ): (১৭,০৬,৪৯৬ + ৩,৪১,২৯৯.২০) × ১৫ শতাংশ = ৩,০৭,১৬৯.২৮ টাকা।
মোট প্রদেয় শুল্ক: ৩,৩৩,৩০০ + ৩৯,৯৯৬ + ৩,৪১,২৯৯.২০ + ৩,০৭,১৬৯.২৮ = ১০,২১,৭৬৪.৪৮ টাকা।
বি.দ্র: কাস্টমস আইন ২০২৩ অনুযায়ী, অতিরিক্ত পণ্যের জন্য জরিমানা আরোপিত হতে পারে।

মাস্টার প্রশ্ন ৩: কাউন্টারভেইলিং ডিউটি (CVD) এবং মেয়াদের হিসাব
বিদেশি ভর্তুকির বিপরীতে আরোপিত CVD এবং এর সময়ের প্রভাব বোঝার জন্য এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশ্ন: একটি চালানের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (AV) ১,৫০,০০০ টাকা। এর ওপর ২৫ শতাংশ CD, ৩ শতাংশ RD এবং ১৫ শতাংশ SD প্রযোজ্য। যদি সরকার উক্ত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২০ শতাংশ CVD আরোপ করে থাকে এবং বিল অব এন্ট্রি মেয়াদের মধ্যে দাখিল হয়, তবে মোট শুল্ক কত হবে? (এখানে VAT ১৫ শতাংশ)।
সমাধান:
১. শুল্ক হিসাব:

CD (২৫ শতাংশ): ৩৭,৫০০ টাকা।
RD (৩ শতাংশ): ৪,৫০০ টাকা।
CVD (২০ শতাংশ): ১,৫০,০০০ × ২০ শতাংশ = ৩০,০০০ টাকা।
২. SD এবং VAT এর ভিত্তি মূল্য নির্ধারণ:
ভিত্তি মূল্য = (AV + CD + RD + CVD) = ১,৫০,০০০ + ৩৭,৫০০ + ৪,৫০০ + ৩০,০০০ = ২,২২,০০০ টাকা।
SD (১৫ শতাংশ): ২,২২,০০০ × ১৫ শতাংশ = ৩৩,৩০০ টাকা।
VAT (১৫ শতাংশ): (২,২২,০০০ + ৩৩,৩০০) × ১৫ শতাংশ = ৩৮,২৯৫ টাকা।
মোট শুল্ক: ৩৭,৫০০ + ৪,৫০০ + ৩০,০০০ + ৩৩,৩০০ + ৩৮,২৯৫ = ১,৪৩,৫৯৫ টাকা।
বি.দ্র: মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে CVD শূন্য হবে এবং পরবর্তী করের ভিত্তি মূল্য কমে যাবে।

মাস্টার প্রশ্ন ৪: ট্যারিফ মূল্য (Tariff Value) বনাম ঘোষিত মূল্য
ঘোষিত মূল্যের চেয়ে ট্যারিফ মূল্য বেশি হলে কোন মূল্যে শুল্কায়ন করতে হয় তা এখানে দেখানো হয়েছে।
প্রশ্ন: জনৈক আমদানিকারক প্রতি পিস ০.২০ ডলার মূল্যে ১,০০০ পিস পণ্য আমদানি করেন। কিন্তু সরকার নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য প্রতি পিস ০.২৫ ডলার। বিনিময় হার ১ ডলার = ১২০ টাকা। ২৫ শতাংশ CD এবং ১৫ শতাংশ VAT হলে মোট প্রদেয় কর কত?
সমাধান:
১. শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ:
যেহেতু ঘোষিত মূল্য (০.২০) এর চেয়ে ট্যারিফ মূল্য (০.২৫) বেশি, তাই ০.২৫ ডলার ব্যবহার করতে হবে।
মোট ট্যারিফ মূল্য = ১,০০০ × ০.২৫ = ২৫০ মার্কিন ডলার।
টাকায় রূপান্তর: ২৫০ × ১২০ = ৩০,০০০ টাকা।
AV (ল্যান্ডিং চার্জসহ): ৩০,৩০০ টাকা।
২. শুল্ক ও করাদি:
CD (২৫ শতাংশ): ৭,৫৭৫ টাকা।
VAT (১৫ শতাংশ): (৩০,৩০০ + ৭,৫৭৫) × ১৫ শতাংশ = ৫,৬৮১.২৫ টাকা।
মোট প্রদেয় শুল্ক: ৭,৫৭৫ + ৫,৬৮১.২৫ = ১৩,২৫৬.২৫ টাকা।

মাস্টার প্রশ্ন ৫: রেয়াতি সুবিধা এবং ব্যাংক গ্যারান্টি (ধারা ৯৩)
এসআরও সুবিধা এবং কাস্টমসের সাথে বিরোধ দেখা দিলে সাময়িক শুল্কায়ন ও ব্যাংক গ্যারান্টি হিসাবের নিয়ম।
প্রশ্ন: একটি ক্যাপিটাল মেশিনারির AV ২০,০০,০০০ টাকা। এসআরও সুবিধা অনুযায়ী CD ১ শতাংশ এবং VAT ১৫ শতাংশ। কিন্তু কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সাধারণ হার অনুযায়ী CD ২৫ শতাংশ এবং VAT ১৫ শতাংশ দাবি করছে। আমদানিকারক ধারা ৯৩ অনুযায়ী সাময়িক শুল্কায়ন চাইলে তাকে কত টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে? (অন্যান্য ট্যাক্স নেই)।
সমাধান:
১. আমদানিকারকের দাবিকৃত শুল্ক:
CD (১ শতাংশ): ২০,০০০ টাকা।
VAT (১৫ শতাংশ): (২০,০০,০০০ + ২০,০০০) × ১৫ শতাংশ = ৩,০৩,০০০ টাকা।
মোট: ৩,২৩,০০০ টাকা।
২. কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দাবিকৃত শুল্ক:
CD (২৫ শতাংশ): ৫,০০,০০০ টাকা।
VAT (১৫ শতাংশ): (২০,০০,০০০ + ৫,০০,০০০) × ১৫ শতাংশ = ৩,৭৫,০০০ টাকা।
মোট: ৮,৭৫,০০০ টাকা।
৩. ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ:
পার্থক্য = ৮,৭৫,০০০ - ৩,২৩,০০০ = ৫,৫২,০০০ টাকা।
আমদানিকারককে ৫,৫২,০০০ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অ্যান্টি-ডাম্পিং ডিউটি (ADD) এবং কাউন্টারভেইলিং ডিউটি (CVD) সংক্রান্ত জটিলতাগুলো মূলত এদের ভিত্তি মূল্য এবং পরবর্তী কর (যেমন: SD বা VAT) গণনার ক্ষেত্রে তৈরি হয়।

১. অ্যান্টি-ডাম্পিং ডিউটি (ADD) সংক্রান্ত জটিল সমস্যা
সমস্যা: জনৈক আমদানিকারক চীন থেকে সিরামিক টাইলস আমদানি করছেন। চীনে ওই টাইলসের স্বাভাবিক বাজার মূল্য (Normal Value) প্রতি বর্গফুট ১০০ টাকা, কিন্তু কোম্পানিটি বাংলাদেশে তা প্রতি বর্গফুট ৭০ টাকা (Export Price) দরে রপ্তানি করছে। আমদানিকৃত চালানের মোট পরিমাণ ১০,০০০ বর্গফুট। বাংলাদেশে টাইলসের ওপর আমদানি শুল্ক (CD) ২৫ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক (SD) ২০ শতাংশ এবং ভ্যাট (VAT) ১৫ শতাংশ। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ উক্ত চালানের ওপর ডাম্পিং মার্জিনের সমপরিমাণ অ্যান্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করল। মোট প্রদেয় শুল্ক-কর কত?

সমাধান:
১. ডাম্পিং মার্জিন নির্ধারণ:
স্বাভাবিক মূল্য (১০০) - রপ্তানি মূল্য (৭০) = ৩০ টাকা (প্রতি বর্গফুট)।
২. শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (AV):
১০,০০০ বর্গফুট \times ৭০ টাকা = ৭,০০,০০০ টাকা।
৩. অ্যান্টি-ডাম্পিং ডিউটি (ADD) হিসাব:
১০,০০০ বর্গফুট \times ৩০ টাকা = ৩,০০,০০০ টাকা।
৪. অন্যান্য শুল্ক হিসাব:
* CD (২৫ শতাংশ): ৭,০০,০০০ \times ২৫ শতাংশ = ১,৭৫,০০০ টাকা।
* SD (২০ শতাংশ): (AV + CD + ADD) এর ওপর ২০ শতাংশ = (৭,০০,০০০ + ১,৭৫,০০০ + ৩,০০,০০০) \times ২০ শতাংশ = ২,৩৫,০০০ টাকা। [বি.দ্র: ADD পণ্যের ভিত্তিমূল্যের সাথে যোগ হয়]
* VAT (১৫ শতাংশ): (ভিত্তি মূল্য + SD) এর ওপর ১৫ শতাংশ = (১১,৭৫,০০০ + ২,৩৫,০০০) \times ১৫ শতাংশ = ২,১১,৫০০ টাকা।
মোট প্রদেয় শুল্ক-কর: ৩,০০,০০০ (ADD) + ১,৭৫,০০০ (CD) + ২,৩৫,০০০ (SD) + ২,১১,৫০০ (VAT) = ৯,২১,৫০০ টাকা।

২. কাউন্টারভেইলিং ডিউটি (CVD) সংক্রান্ত জটিল সমস্যা

সমস্যা:বাংলাদেশ সরকার ভারত থেকে আমদানিকৃত চিনিতে ২০ শতাংশ কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপ করেছে কারণ ভারত সরকার তাদের চিনি রপ্তানিকারকদের চিনি উৎপাদনে ভর্তুকি দেয়। একটি চালানের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (AV) ৫,০০,০০০ টাকা। উক্ত পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ CD, ৩ শতাংশ RD, ২০ শতাংশ SD এবং ১৫ শতাংশ VAT প্রযোজ্য। CVD সহ মোট শুল্ক-কর নিরূপণ করুন।

সমাধান:
১. শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (AV):
৫,০০,০০০ টাকা।
২. প্রাথমিক শুল্কসমূহ:
* CD (২৫ শতাংশ): ৫,০০,০০০ \times ২৫ শতাংশ = ১,২৫,০০০ টাকা।
* RD (৩ শতাংশ): ৫,০০,০০০ \times ৩ শতাংশ = ১৫,০০০ টাকা।
* CVD (২০ শতাংশ): ৫,০০,০০০ \times ২০ শতাংশ = ১,০০,০০০ টাকা।
৩. পরবর্তী করের ভিত্তি মূল্য নির্ধারণ:
ভিত্তি মূল্য = AV + CD + RD + CVD
= ৫,০০,০০০ + ১,২৫,০০০ + ১৫,০০০ + ১,০০,০০০ = ৭,৪০,০০০ টাকা।
৪. সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট হিসাব:
* SD (২০ শতাংশ): ৭,৪০,০০০ \times ২০ শতাংশ = ১,৪৮,০০০ টাকা।
* VAT (১৫ শতাংশ): (৭,৪০,০০০ + ১,৪৮,০০০) \times ১৫ শতাংশ = ১,৩৩,২০০ টাকা।
মোট প্রদেয় শুল্ক-কর:
১,২৫,০০০ (CD) + ১৫,০০০ (RD) + ১,০০,০০০ (CVD) + ১,৪৮,০০০ (SD) + ১,৩৩,২০০ (VAT) = ৫,২১,২০০ টাকা।

পরীক্ষার জন্য মনে রাখার চাবিকাঠি:
১. ADD/CVD এর অবস্থান: সবসময় মনে রাখবেন, অ্যান্টি-ডাম্পিং বা কাউন্টারভেইলিং ডিউটি হিসাব করার পর তা ভিত্তিমূল্যের সাথে যোগ করে তবেই SD এবং VAT হিসাব করতে হয়।
২. পার্থক্য: ADD হিসাব করা হয় ডাম্পিং মার্জিনের (স্বাভাবিক মূল্য - রপ্তানি মূল্য) ওপর, আর CVD হিসাব করা হয় সরকারি ভর্তুকির পরিমাণের ওপর।

কাস্টমস আইন ২০২৩ অনুসারে জরিমানা, অর্থদণ্ড এবং বিমোচন জরিমানা (Redemption Fine) সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এই বিষয়গুলোর তাত্ত্বিক আলোচনা, একটি মাস্টার গাণিতিক সমস্যা এবং সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলো বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো।

১. কাস্টমস আইন ২০২৩: জরিমানা ও অর্থদণ্ড সংক্রান্ত বিধানসমূহ
কাস্টমস আইনে সাধারণত দুই ধরণের আর্থিক দণ্ড দেখা যায়:
* জরিমানা বা অর্থদণ্ড (Penalty): এটি সাধারণত আইন লঙ্ঘনের জন্য (যেমন: মিথ্যা ঘোষণা বা দলিলাদি জালিয়াতি) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর সরাসরি আরোপ করা হয়।

* বিমোচন জরিমানা (Redemption Fine): কাস্টমস আইন অনুযায়ী কোনো পণ্য বাজেয়াপ্ত (Confiscation) হওয়ার যোগ্য হলে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আমদানিকারককে পণ্যটি মালিকানায় ফেরত পাওয়ার সুযোগ দিতে পারে। বাজেয়াপ্ত করার পরিবর্তে পণ্যটি খালাসের জন্য যে অর্থ দিতে হয়, তাকে বিমোচন জরিমানা বলে।
বিমোচন জরিমানার পরিমাণ: এটি সাধারণত পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের (AV) একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বা বাজারের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়, যা কমিশনারের বিবেচনার ওপর নির্ভর করে।

২. মাস্টারিং গাণিতিক সমস্যা (পরীক্ষার জন্য)
এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করলে অতিরিক্ত পণ্য পাওয়া (Excess Goods), জরিমানা (Penalty) এবং বিমোচন জরিমানা (Redemption Fine) এর হিসাব পরিষ্কার হবে।

প্রশ্ন: সিয়াম এন্টারপ্রাইজ চীন থেকে ১,০০০ পিস মোবাইল ডিসপ্লে আমদানি করেছে যার ঘোষিত CIF মূল্য ১০,০০০ মার্কিন ডলার (বিনিময় হার ১ ডলার = ১২০ টাকা)। কায়িক পরীক্ষায় ঘোষিত পরিমাণের চেয়ে ১০ শতাংশ পণ্য বেশি পাওয়া গেল এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষ একে মিথ্যা ঘোষণা হিসেবে চিহ্নিত করে পণ্যটি বাজেয়াপ্ত করল। পরবর্তীতে ন্যায় নির্ণয়ের (Adjudication) মাধ্যমে কমিশনার পণ্যটি খালাসের জন্য ২০ শতাংশ বিমোচন জরিমানা (Redemption Fine) এবং ১০ শতাংশ ব্যক্তিগত জরিমানা (Penalty) আরোপ করলেন।
পণ্যের ওপর শুল্কহার: CD ২৫%, SD ২০%, VAT ১৫%।
মোট কত টাকা শুল্ক-কর ও জরিমানা পরিশোধ করতে হবে?
সমাধান:
ধাপ ১: শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (AV) নির্ধারণ
* ঘোষিত CIF: ১০,০০০ মার্কিন ডলার।
* অতিরিক্ত ১০% পণ্যসহ সংশোধিত CIF: ১১,০০০ মার্কিন ডলার।
* টাকায় রূপান্তর: ১১,০০০ \times ১২০ = ১৩,২০,০০০ টাকা।
* শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (AV): ১৩,২০,০০০ + ১% ল্যান্ডিং চার্জ (১৩,২০০) = ১৩,৩৩,২০০ টাকা।
ধাপ ২: শুল্ক ও করাদি হিসাব
* CD (২৫%): ১৩,৩৩,২০০ \times ২৫% = ৩,৩৩,৩০০ টাকা।
* SD (২০%): (AV + CD) এর ওপর ২০% = (১৩,৩৩,২০০ + ৩,৩৩,৩০০) \times ২০% = ৩,৩৩,৩০০ টাকা।
* VAT (১৫%): (AV + CD + SD) এর ওপর ১৫% = (১৬,৬৬,৫০০ + ৩,৩৩,৩০০) \times ১৫% = ২,৯৯,৯৭০ টাকা।
* মোট শুল্ক-কর: (৩,৩৩,৩০০ + ৩,৩৩,৩০০ + ২,৯৯,৯৭০) = ৯,৬৬,৫৭০ টাকা।
ধাপ ৩: জরিমানা ও অর্থদণ্ড হিসাব
* ব্যক্তিগত জরিমানা (Penalty): AV-এর ১০% = ১৩,৩৩,২০০ \times ১০% = ১,৩৩,৩২০ টাকা।
* বিমোচন জরিমানা (Redemption Fine): AV-এর ২০% = ১৩,৩৩,২০০ \times ২০% = ২,৬৬,৬৪০ টাকা।
ধাপ ৪: মোট পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ
* মোট শুল্ক-কর + জরিমানা + বিমোচন জরিমানা = (৯,৬৬,৫৭০ + ১,৩৩,৩২০ + ২,৬৬,৬৪০) = ১৩,৬৬,৫৩০ টাকা।

৩. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার বিষয়সমূহ
ন্যায় নির্ণয় (Adjudication) প্রক্রিয়ার সময় আমদানিকারক বা সিএন্ডএফ এজেন্টকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সাথে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করতে হয়:
* অনিচ্ছাকৃত ভুলের ব্যাখ্যা: অতিরিক্ত পণ্য বা ভুল এইচএস কোড কেন হলো, তা কি অনিচ্ছাকৃত গাণিতিক ভুল নাকি ইচ্ছাকৃত জালিয়াতি—তা প্রমাণ করা।
* বাজার মূল্য যাচাই: পণ্যের ঘোষিত মূল্য যদি আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়, তবে তা প্রমাণের জন্য সমসাময়িক ডাটা উপস্থাপন করা।
* জরিমানা মওকুফের আবেদন: আমদানিকারকের আগের পরিচ্ছন্ন রেকর্ড এবং পণ্যটি যদি জীবনরক্ষাকারী বা অতি প্রয়োজনীয় হয়, তবে মানবিক কারণে জরিমানা কমানোর অনুরোধ করা।
* ন্যায় নির্ণয়ের শুনানিতে অংশ নেওয়া: কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সামনে সরাসরি উপস্থিত হয়ে দলিলাদি উপস্থাপন করা।

৪. প্রয়োজনীয় দলিলাদি বা কাগজপত্র
জরিমানা বিমোচন বা ন্যায় নির্ণয় শুনানির জন্য সাধারণত নিচের দলিলাদি জমা দিতে হয়:
১. বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry): আমদানিকৃত পণ্যের বিস্তারিত ঘোষণাপত্র।
২. ইনভয়েস ও প্যাকিং লিস্ট (Invoice & Packing List): রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রদত্ত মূল চালানি রশিদ।
৩. কায়িক পরীক্ষার প্রতিবেদন (Physical Examination Report): কাস্টমস কর্মকর্তাদের দেওয়া পণ্যের সঠিক ওজনের বা পরিমাণের রিপোর্ট।
৪. এলসি (L/C) এবং ব্যাংক দলিলাদি: ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধের প্রমাণ।
৫. বিআইএন ও আইআরসি (BIN & IRC): আমদানিকারকের হালনাগাদ নিবন্ধন সনদ।

৬. লিখিত ব্যাখ্যা (Show Cause Reply): কারণ দর্শানো নোটিশের বিপরীতে আমদানিকারকের আনুষ্ঠানিক উত্তর।

সমাধানটি অনুসরণ করলে পরীক্ষার্থীরা শুল্কায়ন এবং জরিমানার আইনি ও গাণিতিক—উভয় দিকই সফলভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।

সহযোগিতায়:
মো: দাউদ ফরায়েজী
ভ্যাট কনসালটেন্ট ও আয়কর আইনজীবী
সিইও, বাংলাদেশ ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স ডাইজেস্ট
০১৮১৫৪৬১৯১২